# সম্মানিতা মা ও বোনদের প্রতি দ্বীনের এক অধম ভাইয়ের চিঠি...

বিসমিল্লাহ, ওয়াস সালাতু ওয়াস সালামু আলা রাসুলিল্লাহ।

মহান আল্লাহর প্রশংসা সহকারে শুরু করছি। সেই আল্লাহর প্রশংসা যিনি আমাদের জন্য জান্নাতে একটি এবং জাহান্নামে একটি স্থান নির্ধারণ করে রেখেছেন। হয় আমরা জান্নাতি হব কিংবা জাহান্নামী। আল্লাহর কাছে আমরা জাহান্নাম থেকে আশ্রয় চাই এবং আল্লাহর সন্তুষ্টির সাথে জান্নাত কামনা করি।

আজকে আমার এই চিঠি দ্বীনের সম্মানিতা মা বোনদের উদ্দেশ্যে পেশ করা। আল্লাহই তাউফিক দাতা। কি নিয়ে আমার এই চিঠি?

**চিঠির বিষয়টি হচ্ছে – "ইনফাক ফি সাবিলিল্লাহ"**। আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করা। কেন আমি এই চিঠি লিখছি তা চিঠির উপযুক্ত স্থানে আমি উল্লেখ করব ইনশা আল্লাহ। চলুন প্রথমে আমরা কিছু আয়াত দেখি। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালা ইনফাক ফি সাবিলিল্লাহ এর ব্যাপারে আমাদের কি কি জানিয়েছেন?

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ ۗ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذًى ۙ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾

যারা আল্লাহর রাস্তায় স্বীয় ধন সম্পদ ব্যয় করে, তার উদাহরণ একটি বীজের মত, যা থেকে সাতটি শীষ জন্মায়। প্রত্যেকটি শীষে একশ করে দানা থাকে। আল্লাহ অতি দানশীল, সর্বজ্ঞ। যারা স্বীয় ধন সম্পদ আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করে, আর ব্যয় করার পর সে অনুগ্রহের কথা প্রকাশ করে না এবং কষ্টও দেয় না, তাদেরই জন্যে তাদের পালনকর্তার কাছে রয়েছে পুরস্কার এবং তাদের কোন আশংকা নেই, তারা চিন্তিতও হবে না। (সূরা বাকারা: ২৬১-২৬২)

অর্থাৎ আল্লাহর রাস্তায় দানের উদাহরণ হিসেবে আল্লাহ যে উপমা পেশ করেছেন তা থেকে বুঝে আসে যে, আল্লাহর রাস্তায় দান আল্লাহ ৭০০ গুণ বৃদ্ধি করে দেন। অর্থাৎ, কেউ যদি ১০০ টাকা সাদাকা করে তবে তা হয়ে যাবে ৭০, ০০০ টাকা সাদাকা করার সমান ইনশা আল্লাহ। একই ভাবে কেউ যদি ১০০০ টাকা সাদাকাহ করে তবে তা হয়ে যাবে ৭, ০০, ০০০ টাকা সাদাকাহ করার সমান! চিন্তা করেন সাত লক্ষ!

এত গেলো শুধু সাওয়াব এর কথা। আজর এবং যাঝা দুইটি আলাদা যদিও একই রকম মনে হয়। আল্লাহ ৭০০ গুনের একটা হিসাব আমাদের জানিয়েছেন যা আমাদের বুঝে আসে, সাধারনত এটিই আমরা বেশি লক্ষ্য করি। কিন্তু এর চেয়েও দামি ঘোষণাটি আমরা প্রায়ই নজরে আনিনা। তা হচ্ছে - তাদের জন্যে তাদের পালনকর্তার কাছে রয়েছে পুরস্কার এবং তাদের কোন আশংকা নেই, তারা চিন্তিতও হবে না। আল্লাহ বলছেন - এমন বান্দাদের জন্য সেদিন কোন ভয় থাকবেনা, কোন চিন্তা থাকবেনা। কেন থাকবেনা?

কারণ আল্লাহ তা দূর করে দিবেন এজন্য! এটি কোন দিন?

ইয়াওম আল আজিম! যে দ্বীনের ভয়াবহতার ব্যাপারে আল্লাহ কসম করেছেন! যেদিন ৫০ হাজার বছর মানুষকে শুধু ঠায় দাঁড়িয়ে থাকতে হবে, আল্লাহ বলছেন সেদিন তারা কোন দুশ্চিন্তা করবেনা! আরেকটি আয়াত দেখি –

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

যে সকল লোক দিবারাত্রে গোপনে ও প্রকাশ্যে তাদের ধন-সম্পদ দান করে, তাদের জন্য তাদের প্রতিপালকের কাছে পুরস্কার রয়েছে। সুতরাং তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুশ্চিন্তাগ্রস্তও হবে না। [সুরা বাকারা ২:২৭৪]

দেখুন সেই একই কথা, একটি হচ্ছে আজর আরেকটি হচ্ছে যাঝা। আল্লাহ একবার উল্লেখ করেছেন পুরস্কার এবং আরেকবার উল্লেখ করেছেন সেদিন তাদের কোন দুশ্চিন্তা থাকবেনা।

**সম্মানিতা মা ও বোনেরা!**

আমি অনুরোধ করব, আসুন আমরা এই আয়াত ২ টি একটু ভাবি। গভীর ভাবে ভাবি। গভীর ভাবে ভাবা বলতে আমি কি বুঝাচ্ছি?

স্মরণ করুন সেই মুহূর্তটির কথা, যখন আল্লাহ মদের ব্যাপারে চূড়ান্ত হুকুম নাজিল করলেন। সাহাবাগণ সেই আয়াত শুনে সবাই ঘরে গিয়ে নিজেদের মদের সংগ্রহ সব রাস্তায় ঢেলে দিলেন, যার মুখে মদ ছিলো ফেলে দিলেন, যিনি গিলে ফেলেছেন তিনি গলায় আঙ্গুল দিয়ে বমি করে ফেললেন। আমার প্রশ্ন হচ্ছে কেন? কেন এই আয়াত নাজিলের সাথে সাথে উনাদের এই অবস্থা হয়েছিলো?

কারণ উনারা কুরআনকে বুঝেছিলেন। এটিই ছিলো কুরআনকে বুঝার নমুনা। তাহলে বলছিলাম চলুন আমরা ভাবি আয়াত ২ টি নিয়ে। আল্লাহ বলছেন এক দল লোকের কথা, যারা কিয়ামতের দিন কোন দুশ্চিন্তা করবে না, কারণ আল্লাহ তাদের দুশ্চিন্তা থেকে মুক্ত রাখবেন। এটা কি ভাবা যায় সেই মহা সংকটের দিন আমি, আপনি নিশ্চিন্তে থাকবো। আচ্ছা আজ যদি জিবরিল (আঃ) আমাদের সামনে এসে বলতেন, "ওহে আল্লাহর বান্দা ! সেই ভয়াবহ দিনের আজাব থেকে যদি নিশ্চিন্তে থাকতে চাও তাহলে গোপনে এবং প্রকাশ্যে দান করতে থাকো"। তাহলে আমরা কি উৎসাহিত হতাম না?

জিবরিল আঃ আমাদের কাছে আসবেন না। কিন্তু এই আয়াত তো জিবরিল (আঃ)ই নিয়ে এসেছেন আমার চেয়ে অনেক উত্তম ব্যক্তি মুহাম্মাদূর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে। তাহলে আমরা উৎসাহিত হচ্ছিনা কেন?আরেকটি আয়াত দেখি –

مَّن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

"এমন কে আছে যে, আল্লাহকে করযে হাসানা (উত্তম ঋণ) দিবে; অতঃপর আল্লাহ তাকে দ্বিগুণ-বহুগুণ বৃদ্ধি করে দিবেন এবং তার জন্য রয়েছে সম্মানজনক পূরস্কার। " (সূরা আল হাদীদ: ১১)

সুবহানাল্লাহ! লক্ষ্য করুন আল্লাহ আমাদের মত নগন্য বান্দাদের উৎসাহিত করার জন্য কতই না সুন্দর ভাবে বলছেন, কে আছে যে আমাকে উত্তম ঋণ দিবে! একবার ভেবে দেখুন তো ... আল্লাহ আমাকে আপনাকে ডেকে বলছেন, "আমাকে কিছু ঋণ দিবে কি? আমি তোমাকে এটা বহুগুনে বাড়িয়ে দিবো। শুধু তাই নয়, যেদিন কেউ তোমার কোন সাহায্যে আসবেনা - সেদিন তোমার জন্য সম্মানজনক পুরস্কার প্রস্তুত রাখবো"। এমন কেউ কি আছেন যিনি আল্লাহর এই প্রস্তাব ফিরিয়ে দিবেন?

**সম্মানিতা মা ও বোনেরা আমার,**

ওয়াল্লাহি, আল্লাহ তো ঠিক এটাই বলেছেন। ঠিক এটাই...। আয়াতটা পড়ে দেখুন তো, আমি মিথ্যা কিছু বলছি কিনা!

জাহান সমূহের মালিক, জান্নাত এবং জাহান্নাম সমূহের মালিক, সমস্ত মালিকদের মালিক - আমার আপনার কাছে ঋণ চাচ্ছেন অথচ যিনি কিনা আল গনি! কেন? হায় তা যদি বুঝতাম! এজন্য যে তিনি আমাদের কত ভালোবাসেন, কত মুহাব্বাত করেন! তিনি তো আস সমাদ তথা অমুখাপেক্ষি, ঋণের তার কি প্রয়োজন?

ওয়াল্লাহি প্রয়োজন তো আমাদের। একবার ভেবে দেখুন তো, কেমন রব্ব তিনি যে, আমাদেরই প্রয়োজন, আর সেই প্রয়োজন জেনেও আমরা তা উপেক্ষা করব। তাই তিনি রব্বুল আরশিল আজিম বলছেন, "কেউ কি আছে আমাকে কিছু উত্তম ঋণ দিবে, বিনিময়ে আমি তোমাকে সেই পুরস্কার দিব যা না পেলে তুমি ধ্বংস হয়ে যাবে..."

উপরে বলে এসেছিলাম, কেন আমি এই চিঠি লিখছি তা আপনাদের জানিয়ে দিবো। এক ভাইয়ের সাথে কথা হচ্ছিলো - কিভাবে আমরা সাদাকাহ এর জন্য একে অন্যকে উৎসাহিত করতে পারি। এমন অবস্থায় আমি নিয়াত করলাম আল্লাহ চান তো আমি একটা চিঠি লিখবো। এরপরে ভাবলাম আমি যে অন্যকে চিঠি লিখবো কিন্তু তার আগে আমার নিজের ঘরের খবর কি?

আমি গেলাম আমার মা এর কাছে। উনাকে জিহাদের ব্যাপারে কিছু কথা শুনালাম। এর পরে বললাম – "মা, আল্লাহ বলেছেন জিহাদের জন্য জান এবং মাল দিয়ে জিহাদ করতে। আপনি জান দিয়ে জিহাদ করে পারছেন না এ ব্যাপারে আপনার ছেলেকে আদেশ করুন। আর আপনার নিজের জন্য মাল দিয়ে জিহাদে অংশ নিন"। আমার মা বললেন, "বাবা তুই তো জানিস আমার নিজের কোন কামাই নাই, নিজের জমানো কোন সম্পদ ও নাই"। আমি বললাম, "মা আছে"।

মা জিজ্ঞেস করলেন, "কি আছে বাবা?" আমি লজ্জা নিয়ে বললাম, "মা, আমি জানি আছে। কিন্তু আমার বলতে লজ্জা হচ্ছে।" মা আবারো জিজ্ঞেস করলেন, "বাবা সেটা কি"? আমি বললাম, "মা আমি যা বলবো তা আল্লাহর জন্যই বলবো তাই বলার ক্ষেত্রে আমি কোন লজ্জা করবো না। আপনি যেখানে কিছুই দেখছেন না, সেখানে আমি অনেক কিছু দেখছি। মা আমি জানি আপনার কিছু স্বর্ণের গয়না আছে। আমি জানিনা আপনি সেগুলো দিয়ে কি করবেন, তবে আমি আপনাকে তা আল্লাহর কাছে জমা দিয়ে দেয়ার দাওয়াত দিচ্ছি"।

আমার মা বললেন, "ঠিক আছে বাবা, আমার কানের এক জোড়া দুল আছে। আমি সেটা দিয়ে দিলাম।" প্রশংসা শুধুই আল্লাহর।

আমি তখনও চিঠি লিখিনি। আমি ভাবলাম আমি আমার মা বোনদের সামনে ঠিক এভাবেই দাবি জানাবো ...।

আমি জানি, কম বেশি অনেক মা-বোনের কাছে স্বর্ণের গয়না থাকে। উনারা হয়ত সেভাবে খেয়ালও করেন না। অনেকে খেয়ালও রাখেন না এগুলোর জন্য যাকাত ফরজ হয়ে যায়। কারো কারো কাছে তো এত বেশি থাকে যা সাধারণ ভাবে আমাদের কল্পনারও বাইরে। আমি সেসব মা বোনদের প্রতি দাওয়াত দিচ্ছি আপনারা নিয়াত করুন ইনশা আল্লাহ...। চলুন তার আগে আর একটি আয়াত দেখে নেই। আল্লাহ বলেন,

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللهَ بِهِ عَلِيمٌ–

'তোমরা কখনোই কল্যাণ লাভ করবে না, যতক্ষণ না তোমরা তোমাদের প্রিয় বস্তু থেকে দান করবে। আর তোমরা যা কিছু ব্যয় কর, আল্লাহ তা সবই জানেন' (সূরা আলে ইমরান ৩/৯২)

অর্থাৎ আল্লাহ আমাদের প্রিয় বস্তু থেকে দান করতে বলছেন। এমন কিছু যার প্রতি আমাদের ভালোবাসা আছে, যা আমাদের প্রিয়। স্বাভাবিক ভাবেই মা এবং বোনদের নিকট প্রিয় হয় অলঙ্কার। আমি আপনাদের দাওয়াত দেয়ার পুর্বে আপনাদের নিকট যা আছে তার বাস্তবতা একটু তুলে ধরার চেস্টা করব ইনশ আল্লাহ।

আমাদের অধিকাংশের কাছে যে স্বর্ণ থাকে তা দেখা যায় বছরের অধিকাংশ সময় জুড়ে এমনিই পড়ে থাকে। অনেকে চিন্তা করেন এটা দুঃসময়ের জন্য কাজে লাগবে। অনেকের আলমারিতে বছরের পর বছর এই অলঙ্কার পড়েই থাকে। একবার চিন্তা করে দেখুনতো, আল্লাহ না করুন আগামি কাল আপনার এই স্বর্ণ যদি চুরি হয়ে যায় তাহলে আপনি কি করবেন? কিংবা আগামিকাল আপনি যদি মারা যান তাহলে আপনার এই স্বর্ণ কবরে আপনার কি উপকারে আসবে? দেখেন আল্লাহ কি বলছেন –

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَنفِقُواْ مِمَّا رَزَقۡنَٰكُم مِّن قَبۡلِ أَن يَأۡتِيَ يَوۡمٞ لَّا بَيۡعٞ فِيهِ وَلَا خُلَّةٞ وَلَا شَفَٰعَةٞۗ وَٱلۡكَٰفِرُونَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ

"হে ঈমানদাররা! আমি তোমাদেরকে যা দিয়েছি তা হতে আল্লাহ তা'আলার রাস্তায় খরচ করো এমন দিন আসার পূর্বে যে দিন কোনো ক্রয়-বিক্রয় চলবে না, না কোনো বন্ধুত্ব কাজে আসবে, না কারোর সুপারিশ ফায়দা দিবে। কাফিররা তো সত্যিই যালিম"।
[সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ২৫৪]

কত স্পষ্ট, তাই না? প্রশ্ন হতে পারে কেন আমি শুধু বিশেষ করে স্বর্ণের কথাই বলছি? উপরের আয়াতে এর উত্তর রয়েছে।

তবে এর বাইরেও কয়েকটি কারণ রয়েছে। যেমন, আপনার স্বর্ণের অলঙ্কার একটা দীর্ঘ সময় শুধু অলস পড়েই থাকে, তা না আপনার কোন সরাসরি উপকার করে না তা থেকে অন্য কেউ সরাসরি উপকার পেয়ে থাকে। উপরন্তু অনেকে বেখেয়ালে ফরয যাকাত এর কথা ভুলে গিয়ে মারাত্মক গুনাহ করে ফেলেন।

অনেকে স্বর্ণকে নিজেদের জন্য একরকম নিরাপত্তা মূলক সম্পদ মনে করেন। এটাকে নষ্ট করতে চান না। কিন্তু বাস্তবে আসলে দেখা যায় এই স্বর্ণ, মা তার মেয়ের জন্য আর মেয়ে তার মেয়ের জন্য দিয়ে যান। স্বর্ণ তার জায়গায় ঠিকই থাকে কিন্তু মা বোনেরা কবরে চলে যান। কেমন হয় যদি আপনার এই মুল্যবান সম্পদ আপনার আলমারিতে অলস বসে না থেকে এটা আল্লাহর দ্বীনের সম্পদ হিসেবে গন্য হয় এবং আল্লাহর দ্বীনের মুজাহিদগণ এ থেকে কল্যাণ লাভ করেতে পারেন?

আরো একটি কারণ, শয়তানের ধোঁকা এবং ভয়। শয়তান বলবে আরে তুই দরকার হয় ৫ হাজার টাকা সাদাকাহ করে দে, কিন্তু স্বর্ণ দিস না। আরে এটা স্বর্ণ, একবার চলে গেলে আর করতে পারবি?

অনেকে এই চিন্তায় পিছিয়ে আসেন। স্বর্ণও যে সাদাকাহ করা যায় এটা অনেকে ভাবতেই চান না। শয়তানের সেই ওয়াস ওয়াসা এব্বং ভয়কে মুকাবেলা করার জন্য এটি দরকার। আমাদের নিরাপত্তা স্বর্ণের মধ্যে নয় বরং তা আল্লাহর জিম্মায়।

### আমার সম্মানিতা মা এবং বোনেরা!

আমার চিঠি শুধু লম্বা হয়েই যাচ্ছে। আমি আর বেশি সময় নিবোনা ইনশা আল্লাহ। আমি আপনাদের সরাসরি দাওয়াত দিচ্ছি। আপনাদের সামনে যদি আল্লাহ এই দাওয়াত উপস্থিত করে দেন তাহলে কোন দ্বিধা না রেখে আল্লাহর জন্য নিয়াত করে নেন। নিশ্চিত জানেন আপনি ঠকবেন না। ওয়াল্লাহি আপনার স্বর্ণ আরও উত্তম স্বর্ণ হয়ে আপনার কছে ফিরে আসবে। আপনি চাইলেও এই স্বর্ণকে আপনার সাথে সারা জীবনের জন্য রাখতে পারবেন না। কিন্তু আপনার জান্নাতি স্বর্ণ অনন্ত কালের জন্য আপনার কাছে থাকবে। আমি প্রমাণ দিচ্ছি।

আবু দারদাহ (রাঃ) তাঁর উত্তম খেজুরের বাগান জান্নাতের বিনিময়ে দান করে দিয়েছিলেন। মুসলিম শরীফে এসেছে, জাবের বিন সামুরাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূল (সাঃ) আবু দারদাহ (রাঃ)এর জানাযা করে ফিরে আসার সময় বলেন,

كَمْ مِنْ عِذْقٍ مُعَلَّقٍ فِي الْجَنَّةِ لأَبِي الدَّحْدَاحِ

'আবু দারদাহর জন্য জান্নাতে কতই না অধিক খেজুরের ঝুলন্ত কাঁদি রয়েছে! (মুসলিম হা/৯৬৫)

আবু দারদাহ রাঃ এর খেজুরের বাগান মদিনায় খুব প্রসিদ্ধ ছিলো। তিনি তাঁর দুনিয়ার খেজুরের বাগানকে জান্নাতের বাগানের সাথে বিনিময় করে নিয়েছিলেন। অনেকে এমন থাকে, আগের যুগের পুরোনো স্বর্ণ বিক্রি করে দিয়ে হাল আমলের দুবাইয়ের স্বর্ণ কিনেন। কারণ আগের দিনের স্বর্ণ এখন তেমন চলেনা। আমি বরং আপনার সামনে এর চেয়েও উত্তম প্রস্তাব পেশ করছি। আপনি দুনিয়ার স্বর্ণের বিনিময়ে জান্নাতের স্বর্ণ কিনে নিন।

আমার দাওয়াত তো পেশ করেই ফেললাম। এখন তাঁদের জন্য কিছু কথা যাদের কাছে কিছুই নাই। আসলেই তাঁদের কাছে কোন অলঙ্কার নাই। তাঁরা কি করবেন?

তাঁরা কি কিছু করতে পারেন না? এই অংশটুকু তাঁদেরই জন্য। উপরে আমি আমার মায়ের কথা বলে এসেছি। আমি যখন আমার মায়ের সাথে বসি তখন আমি একবারের জন্যও ভাবিনি আমার মা তাঁর গয়না দিয়ে দিবেন। কিন্তু আমি আল্লাহর উপরে ভরসা করেছি এবং আমার যা বলে দেয়া দরকার তা বলে দিয়েছি। আল্লাহ আমার জন্য সহজ করে দিয়েছেন। তাই আপনারা

হাল ছাড়বেন না। আপনাদের যদি কিছুই না থাকে যাদের আছে তাঁদের নিকট যান এবং এই চিঠিটি পেশ করেন, তাঁদেরকে আহবান করেন। আপনার হারানোর কিছুই নাই। তাঁরা গ্রহন করুন বা না করুন, আপনি তো আপনার পুরস্কার পেয়েই যাবেন ইনশা আল্লাহ।

আমার দ্বীনের ভাইদের কাছে আমার অনুরোধ আপনারা আপনাদের মা, বোন, স্ত্রীদের কাছে চিঠিটি পড়ে শুনান। তাঁদের উৎসাহিত করেন, আল্লাহর কালাম দ্বারা, রাসুলের হাদিস দ্বারা, সাহাবাদের জীবনী দ্বারা। আল্লাহর কালাম দিয়েই শেষ করছি –

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

তোমরা নামায কায়েম কর, যাকাত দাও এবং আল্লাহকে উত্তম ঋণ দাও। তোমরা নিজেদের জন্যে যা কিছু অগ্রে পাঠাবে, তা আল্লাহর কাছে উত্তম আকারে এবং পুরস্কার হিসেবে বর্ধিতরূপে পাবে। তোমরা আল্লাহর কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা কর। নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়ালু। [সুরা মুযযাম্মিল ৭৩:২০]

আচ্ছা, সত্যি করে বলুন তো - আল্লাহই কি আমাদের সম্পদ গচ্ছিত রাখার জন্য সবচেয়ে উত্তম নন? আমাদের সমস্ত সম্পদের বিনিময়ে হলেও জান্নাত কি উত্তম বিনিময় নয়?

ওয়াস সালাম

মিসকিন ভাই,

**আবদুল্লাহ**

**********